NETAJI SUBHAS OPEN UNIVERSITY
Accredited by NAAC with Grade 'A'
SCHOOL OF EDUCATION
K- 2, Bidhannagar Fire Station, 1st Floor
Salt Lake, Sec-V, Kolkata-700091
Ph. No. 03345189853; Email: schooledu@wbnsou.ac.in

নেতাজি সুভাষ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ে 'সংস্কৃত দিবস' উদ্‌যাপন

(Netaji Subhas Open University Observed 'Sanskrit Divas')

প্রতিবেদন

অনুষ্ঠানের শিরোনাম: "पञ्चतन्त्रे समावेशीशिक्षायाः मूलतत्त्वानि—समानता, विविधता, सहयोगः सामाजिकसमावेशश्च" (Pañchatantra as a Source of Inclusive Education: Equality, Diversity, Cooperation, and Social Inclusion; অন্তর্ভুক্তিমূলক শিক্ষার একটি উৎস হিসেবে পঞ্চতন্ত্র: সমতা, বৈচিত্র্য, সহযোগিতা ও সামাজিক অন্তর্ভুক্তি)

আয়োজক: শিক্ষা অনুষদ, নেতাজি সুভাষ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় (NSOU)

তারিখ ও সময়: ৩১শে অগাস্ট, ২০২৬, সোমবার

অনুষ্ঠানের মাধ্যম ও প্ল্যাটফর্ম: অনলাইন, জুম মিটিং

মোট অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা: ৫৪

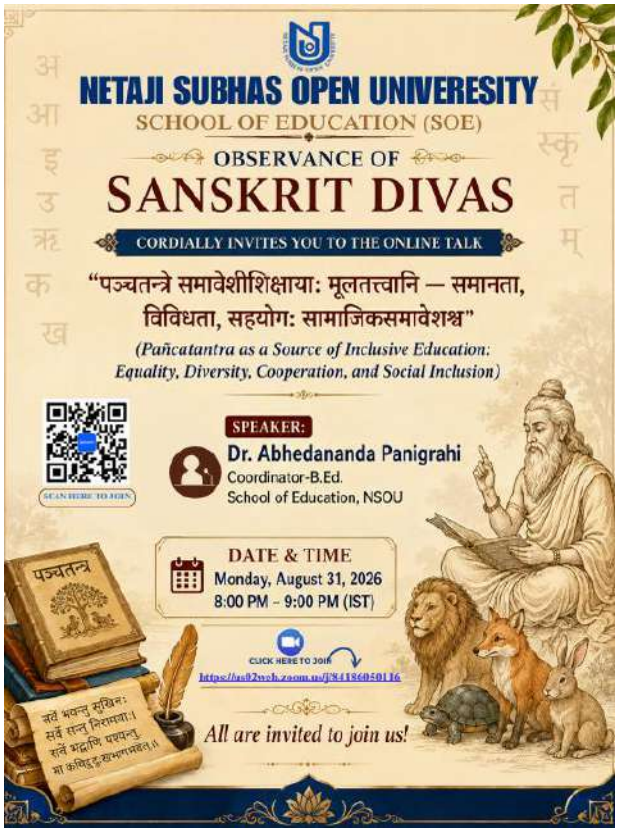

অনুষ্ঠানের প্রচারপত্র

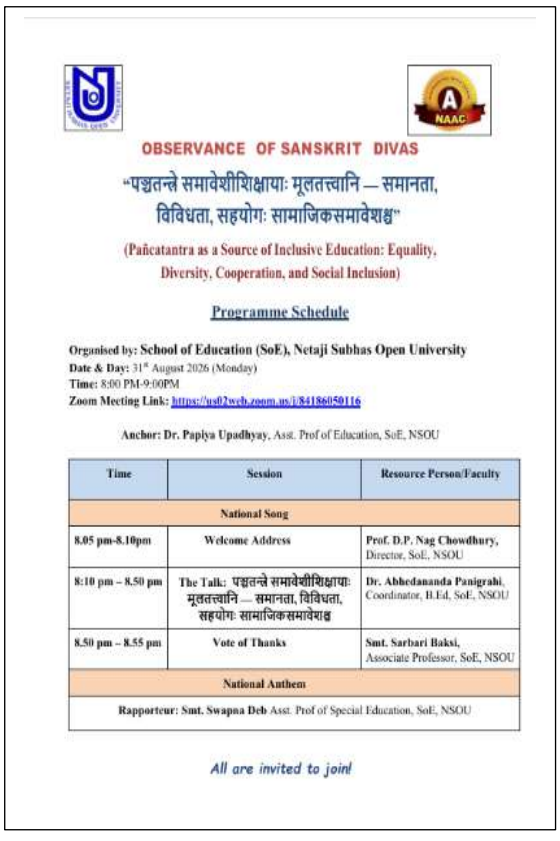

OBSERVANCE OF SANSKRIT DIVAS

"पञ्चतन्त्रे समावेशीशिक्षायाः मूलतत्त्वानि — समानता, विविधता, सहयोगः सामाजिकसमावेशश्च"

(Pañcatantra as a Source of Inclusive Education: Equality, Diversity, Cooperation, and Social Inclusion)

Programme Schedule

Organised by: School of Education (SoE), Netaji Subhas Open University
Date & Day: 31st August 2026 (Monday)
Time: 8:00 PM-9:00PM
Zoom Meeting Link: https://us02web.zoom.us/j/84186050116

Anchor: Dr. Papiya Upadhyay, Asst. Prof of Education, SoE, NSOU

Time	Session	Resource Person/Faculty
National Song		
8.05 pm-8.10pm	Welcome Address	Prof. D.P. Nag Chowdhury, Director, SoE, NSOU
8:10 pm – 8.50 pm	The Talk: पञ्चतन्त्रे समावेशीशिक्षायाः मूलतत्त्वानि — समानता, विविधता, सहयोगः सामाजिकसमावेशश्च	Dr. Abhedananda Panigrahi, Coordinator, B.Ed, SoE, NSOU
8.50 pm – 8.55 pm	Vote of Thanks	Smt. Sarbari Baksi, Associate Professor, SoE, NSOU
National Anthem		
Rapporteur: Smt. Swapna Deb Asst. Prof of Special Education, SoE, NSOU		

All are invited to join!

অনুষ্ঠানের সময়সূচি

পঞ্চতন্ত্রে সমাবেশী শিক্ষার মূলতত্ত্ব—সমতা, বৈচিত্র্য, সহযোগিতা ও সামাজিক সমাবেশ

NETAJI SUBHAS OPEN UNIVERSITY
Accredited by NAAC with Grade 'A'
SCHOOL OF EDUCATION
K- 2, Bidhannagar Fire Station, 1st Floor
Salt Lake, Sec-V, Kolkata-700091
Ph. No. 03345189853; Email: schooledu@wbnsou.ac.in

ভূমিকা

সংস্কৃত দিবস উপলক্ষে নেতাজি সুভাষ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের (NSOU) শিক্ষা অনুষদ-এর উদ্যোগে **"পঞ্চতন্ত্রে সমাবেশী শিক্ষার মূলতত্ত্ব—সমতা, বৈচিত্র্য, সহযোগিতা ও সামাজিক সমাবেশ"** শীর্ষক একটি বিশেষ অনলাইন আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়। এই আলোচনার মূল উদ্দেশ্য ছিল পঞ্চতন্ত্রের গল্পগুলির মধ্যে নিহিত নৈতিক শিক্ষা, পারস্পরিক সহযোগিতা, বৈচিত্র্যের প্রতি শ্রদ্ধা এবং সামাজিক সহাবস্থানের ধারণাকে সমাবেশী শিক্ষার দৃষ্টিকোণ থেকে বিশ্লেষণ করা।

অনুষ্ঠানের সূচনা

সমগ্র অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনার দায়িত্বে ছিলেন **ড. পাপিয়া উপাধ্যায়**, সহকারী অধ্যাপিকা, শিক্ষা অনুষদ, নেতাজি সুভাষ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়। বন্দে মাতরম্ সংগীতের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সূচনা হয়। এরপর, স্বাগত ভাষণ প্রদান করেন নেতাজি সুভাষ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের (NSOU) শিক্ষা অনুষদ-এর পরিচালক **অধ্যাপক দেবীপ্রসাদ নাগ চৌধুরী মহাশয়** । তাঁর স্বাগত বক্তব্যের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের বিষয়বস্তু এবং শিক্ষাক্ষেত্রে অন্তর্ভুক্তিমূলক দৃষ্টিভঙ্গির গুরুত্বের উপর আলোকপাত করা হয়।

স্বাগত ভাষণ প্রদান করেন নেতাজি সুভাষ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের (NSOU) শিক্ষা অনুষদ-এর পরিচালক **অধ্যাপক দেবীপ্রসাদ নাগ চৌধুরী**

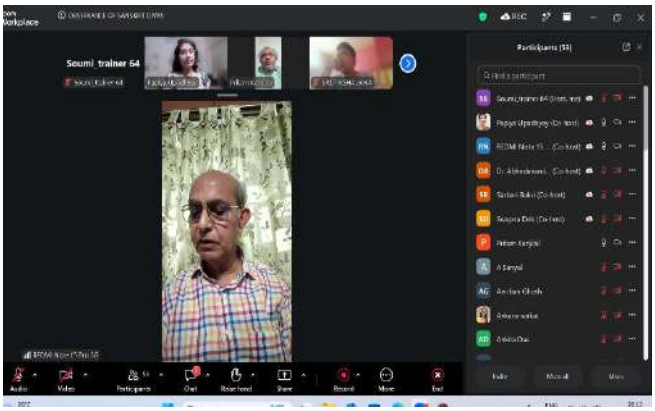

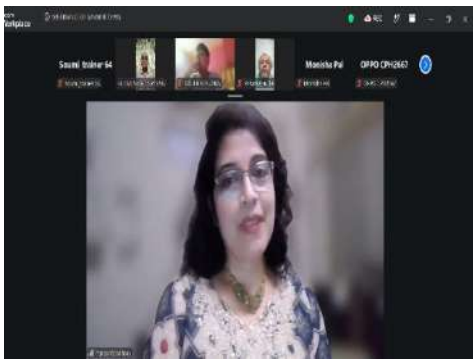

সঞ্চালিকা

ড. পাপিয়া উপাধ্যায়, সহকারী অধ্যাপিকা, শিক্ষা অনুষদ, নেতাজি সুভাষ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়

আলোচনার মূল বিষয়

অনুষ্ঠানের প্রধান আকর্ষণ ছিল **"পঞ্চতন্ত্রে সমাবেশী শিক্ষায়াঃ মূলতত্ত্বানি — সমানতা, বিবিধতা, সহযোগঃ সামাজিকসমাবেশশ্চ"** শীর্ষক আলোচনা। বিষয়টি উপস্থাপন করেন **ড. অভেদানন্দ পাণিগ্রাহী**, সমন্বয়কারী, বি.এড., শিক্ষা অনুষদ, নেতাজি সুভাষ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়।

সঞ্চালিকা **ড. উপাধ্যায়** বক্তার কাছে প্রথমেই নিবেদন রাখেন, সংস্কৃত দিবসের তাৎপর্য সম্পর্কে যেন আমাদের একটু অবগত করা হয় । তাই বক্তা ড. অভেদানন্দ পাণিগ্রাহী বক্তব্যের আরম্ভই করেন সংস্কৃত উক্তি দিয়ে। তিনি প্রথমেই বলেন --

অদ্য অস্মাকং কৃতার্থতা অস্তি যৎ বয়ং সর্বে সংস্কৃতদিবসস্য পবিত্রে অবসরে সমাগতাঃ স্মঃ। সংস্কৃতদিবসঃ ন কেবলং সংস্কৃতভাষায়াঃ উৎসবঃ, অপি তু ভারতস্য গৌরবময়স্য জ্ঞানপরম্পরায়াঃ, সংস্কৃতেঃ, দর্শনস্য চ উৎসবঃ। যার বাংলা তর্জমা করলে দাঁড়ায়"আজ আমরা কৃতার্থ যে, সংস্কৃত দিবসের এই পবিত্র

উপলক্ষে আমরা সকলে একত্রিত হতে পেরেছি। সংস্কৃত দিবস কেবল সংস্কৃত ভাষার ৎসব নয়; বরং এটি ভারতের গৌরবময় জ্ঞান-পরম্পরা, সংস্কৃতি ও দর্শনেরও উৎসব।"

অর্থাৎ সংস্কৃত ভাষার একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য হল—সংস্কৃত ভাষা আমাদের অতীতের সঙ্গে বর্তমানের এবং বর্তমানের সঙ্গে ভবিষ্যতের সংযোগ স্থাপন করে। তিনি আরো বলেন যে পঞ্চতন্ত্র ভারতীয় সংস্কৃত সাহিত্যের একটি গুরুত্বপূর্ণ নীতিকথামূলক গ্রন্থ। এর বিভিন্ন গল্পে পশুপাখি ও অন্যান্য চরিত্রের মাধ্যমে মানুষের সামাজিক জীবন, পারস্পরিক সম্পর্ক, বুদ্ধিমত্তা, সহযোগিতা, বন্ধুত্ব, সহমর্মিতা এবং নৈতিকতার নানা দিক তুলে ধরা হয়েছে। এই গল্পগুলিকে সমাবেশী শিক্ষার আলোকে পাঠ করলে দেখা যায়, প্রত্যেক ব্যক্তির স্বাতন্ত্র্য ও সক্ষমতাকে স্বীকৃতি দিয়ে সম্মিলিতভাবে এগিয়ে চলার একটি গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষাদর্শন এর মধ্যে নিহিত রয়েছে। এরপরই তিনি নিম্নলখিত শ্লোকের মাধ্যমে ----

असाधना अपि प्राज्ञा
बुद्धिमन्तो बहुश्रुताः।
साधयन्त्याशु कार्याणि
काकाखु-मृग-कूर्मवत् ॥ - আলোচনায় প্রবেশ করেন। যার মূল অর্থ হোল যাঁরা বুদ্ধিমান ও জ্ঞানী, তাঁরা সীমিত উপকরণ বা সীমিত বাহ্যিক সামর্থ্য নিয়েও কাজ সম্পন্ন করতে পারেন—যেমন কাক, ইঁদুর, হরিণ ও কচ্ছপ সম্মিলিতভাবে তাদের কাজ সম্পন্ন করেছিল।

এরপর বক্তা মহিলারোপ্য নগরের রাজা অমরশক্তির তিন পুত্রের শিক্ষা গ্রহণে অনীহার কারণে যথার্থ গুরু পণ্ডিত বিষ্ণুশর্মার **শরণাপন্ন হওয়ার কথা উল্লেখ করেন।** এবং পণ্ডিত বিষ্ণুশর্মার বক্তব্যকে উল্লেখ করেন। তিনি বলেন, পণ্ডিত বিষ্ণুশর্মা বলেছিলেন—শুধু শাস্ত্রের কঠিন তত্ত্ব পড়িয়ে এই রাজপুত্রদের শিক্ষা দেওয়া সম্ভব নয়; তাদের গল্পের মাধ্যমে জীবনকে বুঝতে শেখাতে হবে।তখন তিনি সিংহ, শৃগাল, কাক, ইঁদুর, হরিণ ও কচ্ছপকে নিয়ে অসংখ্য গল্প বলতে শুরু করলেন। গল্পের মধ্য দিয়ে তিনি শেখালেন—কাকে বন্ধু করতে হয়, কাকে বিশ্বাস করা যায়, ঐক্যের শক্তি কী, বুদ্ধি কীভাবে বিপদ থেকে রক্ষা করে এবং ভুল সিদ্ধান্তের ফল কী হতে পারে। এই পাঁচটি শিক্ষাধারাই পরে 'পঞ্চতন্ত্র' নামে পরিচিত হয়।

পঞ্চতন্ত্রের পাঁচটি তন্ত্র হল—

মিত্রভেদ (मित्रभेद) — বন্ধু বা মিত্রের মধ্যে বিচ্ছেদ সৃষ্টি হওয়া এবং তার কারণ ও পরিণতি।

মিত্রপ্রাপ্তি (मित्रप्राप्ति) — কীভাবে প্রকৃত বন্ধু লাভ করা যায় এবং বন্ধুত্বের মূল্য।

কাকোলূকীয় (काकोलूकीयम्) — কাক ও পেঁচার শত্রুতা, যুদ্ধনীতি, কূটনীতি ও রাষ্ট্রনীতি।

লব্ধপ্রণাশ (लब्धप्रणाश) — অর্জিত সম্পদ বা সুযোগ কীভাবে বুদ্ধির অভাবে নষ্ট হয়ে যায়।

অপরীক্ষিতকারক (अपरिक्षितकारकम्) — ভালোভাবে বিচার-বিবেচনা না করে কাজ করলে কীভাবে বিপদ বা ক্ষতি হতে পারে।
এই প্রসঙ্গে তিনি আরও বলেন, সংস্কৃতে জন্ম নেওয়া এই নীতিকথা ভারতের সীমানায় আবদ্ধ থাকেনি। আজ পঞ্চতন্ত্রের ২০০-রও বেশি version ও ৫০-এরও বেশি ভাষায় তার বিভিন্ন রূপের সন্ধান পাওয়া যায়। তাই পঞ্চতন্ত্র শুধু ভারতীয় গল্পের বই নয়—এটি ভারতীয় জ্ঞান ও নীতিচিন্তার এক বিশ্বভ্রমণকারী দূত।"
পঞ্চতন্ত্রের একটি গল্পের মাধ্যমে তিনি দেখান একটি পাখি একা মুক্ত হতে পারেনি। সকলের সম্মিলিত প্রচেষ্টার ফলে সকলেই মুক্ত হয়েছিল। এখান থেকেই একটি গভীর শিক্ষা—**একক সক্ষমতা সীমিত হতে পারে; কিন্তু সম্মিলিত সক্ষমতা অনেক বড়। বিপদের সময় যে পাশে থাকে, সেই প্রকৃত বন্ধু।** সমৃদ্ধির সময় অসৎ ব্যক্তিও বন্ধুর মতো আচরণ করতে পারে। বন্ধুবান ব্যক্তি এমন কাজও সম্পন্ন করতে পারে যা একা করা কঠিন। তাই নিজের উপযুক্ত ও বিশ্বস্ত বন্ধু অর্জন করা উচিত। দেওয়া ও গ্রহণ করা, নিজের কথা বলা ও অন্যের কথা জিজ্ঞাসা করা, একসঙ্গে খাওয়া এবং অন্যকে খাওয়ানো—এই ছয়টি বন্ধুত্বের লক্ষণ। যে ব্যক্তি সম্পদে অতিরিক্ত উল্লসিত হয় না, বিপদে হতাশ হয় না এবং সংগ্রামে ভীত হয় না—এমন সন্তান বিরল। বিপদের সময় সাহায্য পাওয়া, নিজের মনের কথা নির্ভয়ে বলা এবং বিপদ থেকে মুক্তি পাওয়া—এই তিনটি প্রকৃত বন্ধুত্বের ফল। তাই বিপদে যে রক্ষা করে এবং ভালোবাসা ও বিশ্বাসের আশ্রয় হয়ে ওঠে—সেই "মিত্র" হয়ে উঠতে পারে। এরপর তিনি পঞ্চতন্ত্রের ইংরেজী বর্ণগুলোকে বিশ্লেষণ করে দেখান —

P – Participation - প্রত্যেক শিক্ষার্থীর সক্রিয় অংশগ্রহণ।

A — Acceptance - ভিন্নতাকে গ্রহণ।

N — Nurturing - প্রত্যেকের সম্ভাবনার বিকাশ।

C — Cooperation - সম্মিলিত শেখা।

H — Human Dignity - প্রত্যেকের মর্যাদা।

A — Accessibility - প্রয়োজনীয় support নিশ্চিত করা।

T — Trust - বিশ্বাসভিত্তিক classroom।

A — Accommodation - শিক্ষার্থীর প্রয়োজন অনুযায়ী সহায়তা।

N — Non-discrimination - বৈষম্যহীন পরিবেশ।

T — Teamwork - সম্মিলিত সমস্যা সমাধান।

R — Respect - পারস্পরিক সম্মান।

A — Achievement for All - সকলের সম্ভাব্য সাফল্য।

এই কারণে পঞ্চতন্ত্রকে শুধুমাত্র প্রাচীন নীতিকথার সংকলন হিসেবে না দেখে **সমাবেশী ও মূল্যভিত্তিক শিক্ষার একটি সম্ভাব্য উৎস** হিসেবেও পাঠ করা যেতে পারে।

সর্বশেষে বক্তা এই বিষয়ের সঙ্গে সম্পৃক্ত ঋক বেদের একটি শ্লোক **"আ নো ভদ্রাঃ ক্রতবো যন্তু বিশ্বতঃ।"** অর্থাৎ—**"সকল দিক থেকে আমাদের কাছে কল্যাণকর ও মহৎ চিন্তা এসে পৌঁছাক।"** উল্লেখ করে তাঁর বক্তব্যকে সমাপন করেন।

উপসংহার

সংস্কৃত দিবস উপলক্ষে আয়োজিত এই অনলাইন আলোচনা সভাটি প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্য ও আধুনিক শিক্ষাচিন্তার মধ্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ সংযোগ স্থাপনের সুযোগ সৃষ্টি করেছে। পঞ্চতন্ত্রের গল্পে নিহিত **সমতা, বৈচিত্র্যের স্বীকৃতি, সহযোগিতা এবং সামাজিক সমাবেশের** মূল্যবোধ বর্তমান সমাবেশী শিক্ষার ধারণার সঙ্গে গভীরভাবে সম্পর্কিত।বিশেষত বর্তমান শিক্ষাব্যবস্থায় যখন সকল শিক্ষার্থীর জন্য সমান অংশগ্রহণের সুযোগ, পারস্পরিক শ্রদ্ধা এবং বৈচিত্র্যকে গ্রহণ করার উপর গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে, তখন পঞ্চতন্ত্রের মতো প্রাচীন সাহিত্যিক উৎসকে নতুন শিক্ষাদৃষ্টিকোণ থেকে পুনর্পাঠ করা তাৎপর্যপূর্ণ।

অনুষ্ঠানের সমাপ্তি

মূল আলোচনার পর নেতাজি সুভাষ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের (NSOU) শিক্ষা অনুষদ-এর সহযোগী অধ্যাপিকা **শর্বরী বক্সী**, ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। এরপর জাতীয় সংগীত জনগনমন অধিনায়ক……. মাধ্যমে অনুষ্ঠানের পরিসমাপ্তি ঘটে।

প্রস্তুতকারক:

শ্রীমতি স্বপ্না দেব, সহকারী অধ্যাপিকা, বিশেষ শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা অনুষদ, নেতাজি সুভাষ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়।